সংবাদ

30 AUG 2008

কেজি স্কুল ও একটি ব্যক্তিগত সমীক্ষা

দীল আফরোজ বেবী

কেজি মানে কিন্ডার গার্টেন। বাংলায় যার অর্থ শিশু উদ্যান। ফ্রেডারিখ ফ্রোয়েবেল এ স্কুলের উদ্ভাবক। তিনি একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত বিতাড়িত শিশু ছিলেন। আর্থিক দৈন্যের কারণে লেখাপড়া করার তেমন সুযোগ না পেয়ে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হন। প্রকৃতি থেকে তিনি অনেক জ্ঞান আহরণ করে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতা পেশাকেই গ্রহণ করেন। ১৮১৬ সালে জার্মানির ব্রিয়েশেউম শহরে একটি স্কুল খোলেন যা কেজি স্কুলের প্রাথমিক রূপ।

তার উদ্দেশ্য ছিল শিশুরা প্রকৃতি থেকে শিখবে। শিক্ষক শুধু সহযোগিতা করবেন। প্রতিটি শিশুই সম্ভবনায় পূর্ণ। ভবিষ্যতে কোন শিশু কি হবে তা সে নিজেই সূচনাতেই আবিষ্কার করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হবেন মালী আর প্রতিটি শিশু এক একটি ফুল। শিশু ৩ থেকে ৬ বছর বয়সেই সবচেয়ে বেশি শেখে বলে তার ধারণা। শিশুর বিকাশ ঘটবে খেলা আর গানের মাধ্যমেই। তাই শিশুর মননশীলতার বিকাশ ঘটাতে তিনি কেজি স্কুলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। (১) মাদার প্লে, (২) নার্সারি গান, (৩) উপহার ও কাজ।

যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে কেজি স্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন আর কেজি স্কুল সে ধারণা নিয়ে চলছে না। এটা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে কেজি স্কুলের ধারণাকে এমনভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে যে, সেখানে কেজি কেজি (৮৬ তোলা) জ্ঞান গেলানো হয়। কেজি স্কুল যদি এরূপ হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হবে দ্বিগুন গুণ ও মানসম্পন্ন স্কুল।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যেসব শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন, তারা যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। পাশাপাশি যেসব শিক্ষক দ্বারা কেজি স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয় তারা অত্যন্ত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ও অদক্ষ। কারণ প্রকৃত যোগ্যতার অভাবে কোথাও ভাল কোন সুযোগ না পেয়ে কোন রকম রুটি রোজগারের ধান্ধায় শিশু মস্তিষ্ক চিবাতে আসেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ তথা মাঝে মধ্যে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। অন্যদিকে কেজি স্কুলের শিক্ষকদের কোন প্রকার স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই।

আমার শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক কেজি স্কুল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কেজি হলো বেজি; বেজি যেমনি মানুষ চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, কেজি স্কুলও তেমনি শিশু মস্তিষ্ক চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।' আসলেই তাই। কেজি স্কুলের কিছু কিছু শিশু শুধু প্রাথমিক স্তরেই ভাল করে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। কারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের বয়স, সামর্থ্য, অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে জানা থেকে অজানা, সীমিত থেকে বিস্তৃত, সহজ থেকে কঠিন এ নীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে কেজি স্কুলে এসব নীতির তোয়াক্কা না করে অনেকগুলো বই পাঠ্য করা হয়। আর এসব বই এমনভাবে গেলানো হয় যে শিশু মগজে তা এমনভাবে চাপ পড়ে যে, যার বিকাশ পরে অনেক সময় সম্ভবই হয় না। এসব শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে শিশু জাতির কোন কাজেই লাগে না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী ও সচেতন পরিবারের শিশুদেরই কেজি স্কুলে পড়ানো হয়। এসব শিশুদের পেছনে প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয়। ভাল শিক্ষক দিয়ে অথবা অভিভাবক নিজেই এদের বিশেষ যত্ন সহকারে ঘরেই শ্রেণীর পড়া শিখিয়ে দেন। অন্যদিকে গরিব অসচেতন পরিবারের শিশুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এসব শিশুরা না পায় পেটভরে ভাত খেতে, না পায় জামা-কাপড় পরতে, না পায় শিক্ষা উপকরণ (কাগজ, কলম), যে শিশুর পেটে ভাত নেই তাকে পড়তে বলা পাপ। কীভাবে এসব শিশু ভাল পারফরমেন্স করবে? কেজি স্কুলের শিশুদের পরিবার থেকে যে যত্ন নেয়া হয় এবং যে অর্থ ব্যয় করা হয় যদি ওই শিশুকে তার অর্ধেক সুযোগ দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হতো, তার শিক্ষার ভীত অনেক বেশি শক্ত হতো বলে আমার বিশ্বাস। পাশাপাশি দরিদ্র শিশুগুলোও যদি অন্তত তার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে স্কুলে পড়তে পারত এ শিশুরাই এক সময় ভাল অবস্থানে পৌঁছে নিজের তথা জাতির কল্যাণ সাধন করত এতে কোন সন্দেহ নেই।

কেজি স্কুলগুলো ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:১ আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোথাও কোথাও ১:৭০। এখানেও প্রভাব পড়ে বৈকি? হাতে গোনা ২/৪টি কেজি স্কুল যে কিছুটা মানসম্মতভার এগুচ্ছে না তা নয়। তবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা তথা রেজিস্ট্রেশনবিহীন এ ধরনের শত শত স্কুলের ভিড়ে ওইসব স্কুল খুঁজে পাওয়া ভার। এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু কেজি স্কুল উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক হওয়াতে তারা শিশু শিক্ষার যে পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে নয় শুধু একেবারেই দূরে। সর্বোপরি কেজি স্কুলগুলোর বাইরে ফিটফাট বেশি। ভেতরে তাদের অবস্থান তারা নিজে মূল্যায়ন করতে পারেন বটে, প্রকাশ করতে না।

আমি কোন এক স্কুলের (কেজি) পাশ যাওয়ার সময় তাদের পড়ানোর যে নমুনা শুনে তা ছিল এরূপ, 'ক এর পরে আকার (া) দিলে আকার কা, ক-এর আগে ই-কার (ি) দিলে, কার কি, ক এর তলে উ কার (ু) দিলে, ক-কু।' এখন প্রশ্ন ে (ও-কার), ৌ (ঔ-কার) কীভাবে পড়ালেন, তা শোনার সৌভাগ্য হলো না। এখানে ে, ৌ কী এভাবে পড়াবে ক এর আগে ও পরে ে (একার) া (আকার) ক-ও-কার কো।

কেজি স্কুলের যে শিশু প্রাথমিক বৃত্তি লাভ সে শিশু শেষ পর্যন্ত এসএসসিও পাস পারেনি এমন নজিরও আছে। আর পাস ফলাফল আশানুরূপ নয়। স্কুলে নিচুস্তরে ভাল ফলাফল করলেও যোগ্যতা অর্জনে তা হয়নি বলে উপরের স্তরে ছক্কা। ফলাফল ও আর যোগ্যতা অর্জন যে এক কথা নয়, বুঝতে বেলা অনেক গড়িয়ে যায়। 'কেজি প্রতি কেন কিছু কিছু মা-বাবা এত দুর্বল মতো অনেকের বোধগম্য নয়। 'কেজি' কাড়ি কাড়ি জ্ঞান নয়, তা তারা বোঝেন